দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

[শিক্ষা]

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হবে

ড. শেখ আবদুস সালাম

কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত 'উচ্চশিক্ষা গুণ-মান বর্ধন প্রকল্প' (Higher Education Quality Enhancement Project) - এর আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প প্রস্তাব লিখন শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছিলাম। হেকেপ (HEQEP) শিরোনামে বিশ্বব্যাংকের মিলিয়ন ডলার লোন সহায়তায় গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় লক্ষণীয় তোড়জোড় চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় শেষ হতে চলেছে - তবে কিছু কর্মসূচী চলমান রয়েছে। ওয়ার্কশপটি ছিল ৩য় ধাপে এই প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে আগ্রহীদের একটি ধারণা দেয়া। এই ওয়ার্কশপে বসে মনে হচ্ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগামী অথবা তারপরের শিক্ষাবর্ষ থেকে একটি সমস্যায় পড়তে পারে। সেই ভাবনা থেকেই প্রবন্ধটি রচনা।

ইতোমধ্যে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলতি সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সম্ভবত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত তারিখে তাদের ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি শুনেছি যে, কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে জানুয়ারি মাসেও তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান চলছে। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে এক ফ্যাকাল্টিতে বার্ষিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের কাজ চলছে; অন্য ফ্যাকাল্টি বা অনুষদে চলছে সেমিস্টার পদ্ধতিতে। খোদ

শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখেছেন যথাসম্ভব কম সময়ে এখানে ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ ঘটবে। আমি জানি না ট্রাই বা ট্রি সেমিস্টার শব্দটি আদৌ সঠিক কিনা? সেমিস্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে— শিক্ষাবর্ষের দু'টি ভাগের একটি। বোধকরি বিজ্ঞাপনে বিজনেস অনুষদ কর্তৃক ব্যবহৃত এই শব্দ বা পদ্ধতিটি হবে ট্রাই-মাস্টার প্রোগ্রাম। এখানে বছরকে তিন ভাগে ভাগ করে পাঠদান করা হবে এমন একটি ব্যবস্থা। যা হোক, এই শব্দ নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেকোন প্রোগ্রাম তা অনার্সই হোক আর মাস্টারসই হোক, আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের পরিমিত মাত্রায় সর্বোচ্চ পরিমাণ গুণগত পাঠদান করা। আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনটিতে ৬ মাস আবার কোনটিতে ৪ মাস হিসেব করে এক সেমিস্টার পরিসরে পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠদান করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? আমরা একটি পদ্ধতি অনুসরণ করছি না কেন? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতা এবং সীমাবদ্ধতার কারণে সেমিস্টার কাল ৬ মাস ধরেও এসময়ের মধ্যে যথাযথ বিবেচনা দিয়ে কোর্সগুলোর পঠন-পাঠন যথার্থভাবে অনেক সময় সম্পন্ন করা যায় না। সময় কমিয়ে সার্জারীর কায়দায় গ্রাজুয়েটদের কেবল বের করে দেয়াই বিশ্ববিদ্যালয় কাজ বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থীদের একটি কাম্য মাত্রায় জ্ঞান পরিসর তৈরি করে দেয়া আমাদের কর্তব্য। আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিষয়টি একটু ভেবে দেখতে পারে।

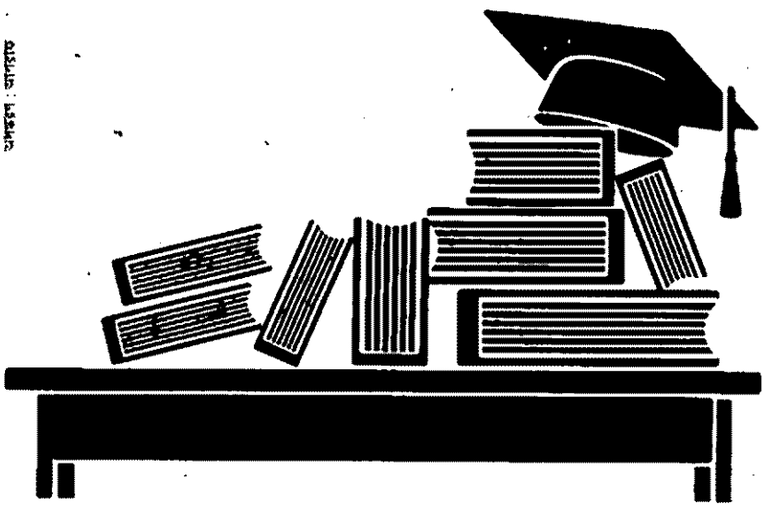

আমি প্রবন্ধের শুরুতে যে কথাটি বলছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগামী এক/দু'টি শিক্ষাবর্ষ থেকে একটা সমস্যায় পড়ে যেতে পারে। বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থী কলেজ পর্যায়ে ১২ তম ক্লাসে অধ্যয়ন করছে তারা গত ৫/৬ বছর ধরে সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পাঠ নিচ্ছে এবং অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। আমার জানামতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সেমিস্টার পদ্ধতিতে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন এখনও মোটামুটি প্রায় ট্রাডিশনাল পদ্ধতির ন্যায়। সেক্ষেত্রে যারা সৃজনশীল পদ্ধতিতে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে পড়াশুনা করে এবং পরীক্ষা দিয়ে আসবে তারা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে তাল মিলাবে তা এখন থেকে সবাইকে ভাবতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারে অথবা তাদের সিলেবাস, পাঠদান এবং পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি সৃজনশীল ধাঁচে পরিবর্তন করতে পারে। কর্তৃপক্ষ প্রথমটি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পদ্ধতি ঠিক রাখলে আমার মনে হয় ঐসব শিক্ষার্থীদের প্রতি এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রচলিত সৃজনশীল পদ্ধতির প্রতি সুবিচার করা হবে না। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি করতে

[illegible]
[illegible]
[illegible]